মেহেরপুরে দুই সার ব্যবসায়ীর ৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দুটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে উজলপুর কুটিরঘাটে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সরকার নির্ধারিত মূল্য উপেক্ষা করে অধিক মূল্যে সার বিক্রয় করা ও সঠিক মূল্য তালিকা প্রদর্শণ না করার অপরাধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসাবে উজলপুরের মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্স ও মেসার্স এস এস ট্রেডার্স এ দু’টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তাজিমুল হক ও মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

এসময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর (ক) ৩৭ ও (খ) ৩৮ ধারায় অপরাধী সাব্যস্থ হাওয়ায় মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্স এর স্বত্ত্বাধিকার ওয়ালিউল হককে ৩ হাজার টাকা ও মেসার্স এস এস ট্রেডার্স এর স্বত্ত্বাধিকার হযরত আলীকে একই আইনের (ক) ৪৫ ধারায় ২ হাজার টাকা মোট ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময তাদের সতর্ক করা হয় এবং ভবিষ্যতে আইনকানুন না মানলে বড় ধরনের জরিমানা করা হবে বলে জানানো হয়। একইসময়ে ডিজেল ও গ্যাসের বিক্রয় মূল্য তালিকাও টানিতে রাখার জন্য বলা হয়।

বাচেনা খাতুনের পেটে কাঁচি

রাখার ঘটনা তদন্তে আদালতের নির্দেশ

মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিকে বাচেনা খাতুনের পিত্তথলির পাথর অপারেশনের দীর্ঘ ১৯ বছর পর পেটে কাঁচি থাকার ঘটনায় রাজা ক্লিনিকের মালিক পারভিয়াস হোসেন রাজা ও অপারেশন সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সার্বিক তদন্ত করার নির্দেশনা দিয়েছে আদালত।

গত বৃহস্পতিবার মেহেরপুর আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তরিকুল ইসলাম স্বপ্রনোদিত হয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) অপু সারোয়ারকে ঘটনা তদন্ত করার নির্দেশ দেন। ঘটনা তদন্তে সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকীকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বলা হয়েছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) অপু সারোয়ার বলেন,আদালত কর্তৃক ঘটনা তদন্ত করার নির্দেশনা পাওয়ার পর বিষয়টি তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষে দ্রত সময়ের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে।

এদিকে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ঘটনা তদন্তে গত ৫ জানুযারী গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো: আশরাফুজ্জামান লিটনকে প্রধান ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট সার্জারী মো: ফজলুর রহমান,মেহেরপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের চিকিৎসক ফয়সাল হারুনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হলেও ১৫ দিনেও তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনী।

তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রধান গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো: আশরাফুজ্জামান লিটনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দিলে বন্ধ পাওয়া যায়।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন,স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সে কমিটির সদস্যরা কিছুটা সময় চেয়েছে। দ্রত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া আদালত থেকে ঘটনা তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য একটি অনুলিপি দেয়া হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

উল্লেখ্য: মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিকের মালিক পারভিয়াস হোসেন রাজা,ডা: মিজানুর রহমান ও ডা: তাপস দীর্ঘ ১৯ বছর আগে পিত্তথলির অপারেশন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার নওদা হাপানিয়া গ্রামের আব্দুল হামিদ এর স্ত্রী বাচেনা খাতুনের। অপারেশন করার পর সুস্থ্য হওয়া তো দুরের কথা দিন দিন বাচেঁনা খাতুনের পেটের যন্ত্রনা বাড়তেই থাকে পেটের ব্যথার অসহ্য যন্ত্রনায় বছরের পর বছর বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে ছুটেছেন তিনি। চিকিৎসা করাতে গিয়ে শেষ সম্বল ১০ কাঠা জমি বিক্রি সহ খুইয়েছেন অর্থ সম্পদ সব কিছু তবুও ভালো হয়নি। যন্ত্রনা শেষ পর্যন্ত সইতে না পেরে গত ২রা জানুয়ারী রাজশাহী মেডিকেল কলেজের নিউরোমেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ রেজা নাসিমের কাছে চিকিৎসা নিতে গেলে তার পরামর্শে এক্স-রে করানো হয়। এক্স-রে রিপোর্টে পেটের মধ্যে ৪/৫ ইঞ্চি’র একটি কাঁচির সন্ধান মেলে। এরপর গত ১০ জানুয়ারী চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট সার্জারী মো: ওয়ালিউর রহমান নয়ন অপারেশনের মাধ্যমে বাচেনা খাতুনের পেট থেকে কাঁচি বের করে। বর্তমানে বাঁচেনা খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

ইতোপূর্বে রাজা ক্লিনিকে ভুল চিকিৎসা রোগীর মৃত্যু’র ঘটনা সহ নানা অনিয়মের অভিযোগে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান পরিচালনা করে জরিমানা করলেও অনিয়ম বন্ধ হয়নি।

হরিণাকুণ্ডুতে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার জোড়াদাহ ইউনিয়নের জোড়াদহ/ভায়না বাজার সংলগ্ন পূর্ব পাশের মাঠের মাটি উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টে জরিমানা করলেন হরিনাকুণ্ডু উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি। অবৈধ ভাবে মাটি উত্তোলন ও মাটি ব্যবসার বিরুদ্ধে দিনরাত অভিযান চালাচ্ছেন তিনি।

মঙ্গলবার (১৮ জানুয়ারী)গো পন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার জোড়াদাহ-ভায়না বাজারের পার্শের জমির থেকে মাটি উত্তোলন করে তেলটুপী মিঠু মিয়ার ইটের ভাটায় পরিবহন করে ও মাটি বিক্রয় করার অপরাধে মোবাইল কোর্টে পরিচালনা করা হয়।

অবৈধ ভাবে বিনা অনুমতিতে বাকচুয়া-লক্ষীপুর গ্রামের তাহাজ উদ্দীন এর পুত্র মো: জাফিরুল ইসলামকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করলেন হরিণাকুণ্ডু উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম আহমেদ।

এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম আহমেদ জানান, জোড়াদাহ গ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে অবৈধ মাটিকাটা বা মাটি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করেছি।অনুমতি ব্যাতিত মাটি খনন পূর্বক উত্তোলন করে বিক্রি করার অপরাধে ভায়না ইউনিয়নের বাকচুয়া লক্ষীপুর

গ্রামের তাহাজ উদ্দীনের পুত্র জাফিরুল ইসলাম মামলার বিপরীতে বালুমহাল ও জলমহাল ব্যবস্থাপনা আইন’-২০১০ এর ১৫ ধারায় পঞ্চাশ হাজার(৫০,০০০/-)টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় জনস্বার্থে জাতীয় অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।এছাড়াও তিনি অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন বন্ধ করতে সবাইকে আহবান জানান ।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কালীন সময় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সার্টিফিকেট সহকারী রাসেল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। এসময় থানা পুলিশ অফিসার সহ সদস্যরা সহযোগিতা করেন।

গাংনীতে অবৈধ কারখানার সন্ধান, মালিকের জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে কারখানা চালু করে বিএসটিআই থেকে একটি পণ্যের অনুমোদন নিয়ে তৈরী করছেন ১৭টি পণ্য। এ অপরাধে ভোক্ত অধিকার ও সংরক্ষণ আইনে কারখানা মালিক আসাদুল

ইসলামকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশানার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাশতুরা আমিনা। দণ্ডপ্রাপ্ত আসাদুল ইসলাম গাংনী উপজেরার গোপালনগর গ্রামের মৃত ফজলুল হকের ছেলে।

জানা গেছে, আসাদুল ইসলাম গাংনী পৌর এলকার রাবেয়া মঞ্জিলের নিচতলা ভাড়া নিয়ে কারখানা গড়ে তোলেন। সেখানে ডিটারজেন্ট পাওডার তৈরীর জন্য বিএসটিআই অনুমোদন নিয়ে এর আড়ালে তিনি তৈরী করছেন টয়লেট ক্লিনার, গ্লাস ক্লিনার, ডিস ওয়াশ ও ফ্লোর ওয়াশসহ বিভিন্ন প্রকার ১৭টি পন্য। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কারখানায় অভিযান চালায়।

পরে প্রশাসনকে জানানো হলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার মাসতুরা আমিনা ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে কারখানা মালিক আসাদুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার আইনে দোষী সাব্যস্ত করে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাসতুরা আমিনা বলেন, গাংনীতে অনমোদনহীন ১৭টি পণ্য তৈরীর অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় কারখানামলিক কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং অনুমোদনবিহীন উৎপাদিত পণ্য জব্দ করা হয়েছে।
অভিযানে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী ও গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে প্লাষ্টিক বস্তা

ব্যবহার করায় জরিমানা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মেইন বাজারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পাটের বস্তা ব্যবহারের বিপরীতে প্লাষ্টিক বস্তা ব্যবহার করায় তিন ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে পৌর শহরের মেইন বাজারে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ দেলোয়ার হোসেনের এ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় পাটের বস্তা ব্যবহারের বিপরীতে প্লাষ্টিক বস্তা ব্যবহার করায় চাল ব্যবসায়ী শংকর সাহা, সঞ্জিত ঘোষ ও পোল্টি ব্যবসায়ী জাহাবক্স কে পৃথকভাবে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে উপজেলা পাট মূখ্য কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। মডেল থানা পুলিশের একটি টিম ভ্রাম্যমাণ আদালতকে সহায়তা করে।

গাংনীর ভোলাডাঙ্গায় সরকারি জমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামে সরকারি জমি দখল করে অবৈধ ভাবে নির্মিত স্থাপনা উচ্ছেদ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমাবার দুপুরে এ উচ্ছেদ অভিযান চালান গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম। একই সঙ্গে অবৈধ দখলদার আবুল হোসেনকে অফিসে তলব করা হয়েছে।

সুত্র জানায়, ভোলাডাঙ্গা গ্রামের মৃত সাহাজ উদ্দিনের ছেলে আবুল হোসেন ভোলাডাঙ্গা হাটের সরকারি জমির একাংশ দখল করে পাকা ঘর নির্মাণ করছিলেন। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও পুলিশ সদস্যরা অবৈধ স্থাপনার বিষয়ে ঘটনাস্থলে

গেলে আত্নগোপন করে দখলদার আবুল হোসেন। অনেক চেষ্টার পর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হওয়ায় আবুল হোসেনের অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং আবুল হোসেনকে অফিসে তলব করা হয়।

স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে ষোলটাকা ইউনিয়ন ভ’মি কর্মকর্তা আব্দুল রহিম, উপজেলা সার্ভেয়ার আজগর আলী,হেমায়েতপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ওয়েল্ডিং ব্যাবসায়ীর ১০ হাজার টাকা জরিমানা

লোহার তৈরি দরজা সরকারি রাস্তায় রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করার অপরাধে জিল্লুর রহমান নামের এক ওয়েল্ডিং মালিকের দশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার দুপুর ১২ টার সময় মেহেরপুরের গাংনীর ভোলাডাঙ্গা গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার(ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম।

জিল্লুর রহমান গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামের মৃত পালান মালিথার ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, জন গুরুত্বপূণর্ সড়কের ওপর দির্ঘদিন যাবত লোহার তৈরি দরজা রেখে প্রদর্শনী করে আসছিলেন ওয়েল্ডিং ব্যাবসায়ী জিল্লুর রহমান। পথচারিদের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে এর সত্যতা পাওয়ায় সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ৯১/১১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ভ্রাম্যমাণ আদলত পরিচালনা কাজে সহায়তা করেন।

গাংনীতে অনুমতিতে না নিয়ে পুকুর খনন ও জনদূর্ভোগ সৃষ্টির অভিযোগে দু’জনকে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা

জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া পতিত পুকুর খুড়ে মাটি উত্তোলন করায় ও গ্রামীণ রাস্তায় মাটি ফেলে চলাচলের অনুপযোগী করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করার দায়ে বালু ব্যবসায়ী ও ভাটা মালিককে ৬৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আজ বুধবার (১২ জানুয়ারী) বিকালের দিকে গাংনী উপজেলার ধানখোলাতে এ অভিযান চালিয়ে অর্থদন্ড করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও নাজমুল আলম এ অর্থদন্ড করেন।

দণ্ডিতরা হলেন, ধানখোলা রাস্তার দোয়েল ব্রিকস এর সত্ত্বাধিকারী মোস্তাক আহমেদকে জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতীত পতিত পুকুর খুড়ে মাটি উত্তোলন করা ও গ্রামীণ রাস্তায় মাটি ফেলে চলাচলের অনুপযোগী করার দায়ে ৬০ হাজার টাকা ও ধানখোলা বাজারে রাস্তার উপর বালি রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করায় বালু ব্যবসায়ী মোঃ জয়নাল আবেদিনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, জনস্বার্থে এ অভিযান চালানো হয়েছে। আগামীতেও জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দর্শনায় দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

দর্শনায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুর দেড় টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিণ চাঁদপুর হল্ট স্টেশন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে মেসার্স রিয়াদ হোটেলকে ১০ হাজার টাকা ও মেসার্স খান স্টোরকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
রিয়াদ হোটেলকে ভোক্তাধিকার সংরক্ষণ আইনের ২০০৯ সনের ৩৮ এর (ক) ধারায় ৩ হাজার ও ৪৩ এর (খ) ধারায় ৭ হাজার এবং খান স্টোরকে একই আইনের ৫১ (ক) ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী কমিশনার সজল আহম্মেদ।

ঝিনাইদহে ভাস্তের কোঁদালের আঘাতে চাচা খুন

ঝিনাইদহের যাদবপুর গ্রামে কোঁদালের আঘাতে আওলাদ হোসেন (৭০) নামের এক কৃষককে খুনের অভিযোগ উঠেছে ভাতিজাদের বিরুদ্ধে।

সোমবার দুপুর তিনটার দিকে সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আওলাদ ওই গ্রামের সৈয়দ আলীর ছেলে।

নিহতের ভায়রা মতলেবুর রহমান জানান, ১০ কাঠা জমি নিয়ে বড়ভাই নিয়ামত আলীর তিন ছেলে জহর আলী, শহিদুল ইসলাম ও মহিদুল ইসলামের সঙ্গে বিবাদ চলছিল আওলাদ হোসেনের।

দুপুরের পর আওলাদ মাঠে কাজ করছিলেন। এসময় তার বড় ভায়ের তিন ছেলে মাঠে গিয়ে কোদাল দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতলের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মো. সোহেল রানা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, হত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।